BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 51-62

নোয়াম চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব ভাবনার কয়েকটি দিক ও বাংলা বাক্য

ড. বিপ্লব দত্ত

ড. বিপ্লব দত্ত
সহকারী অধ্যাপক
ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: biplab38@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাক্যের ধারণা সংস্কৃত ব্যাকরণে আমরা পাই মূলত স্ফোটবাদী বৈয়াকরণদের ভাবনাচিন্তায়। কিন্তু পাণিনি প্রমুখের আলোচনায় যখন পদনির্মিতির প্রসঙ্গ আসে তখন বাক্যের ধারণা চলেই আসে। কতকগুলি ধ্বনির সমবায়ে গঠিত একটা শব্দ সবসময় পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই আমরা শব্দগুলিকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কতকগুলি বিভক্তি জুড়ে একটা পদগুচ্ছ এবং একাধিক পদগুচ্ছ জুড়ে একটি বাক্য রচনা করি। একটি বাক্য বলার পর মনের ভাবপ্রকাশ সন্তোষজনক হলে ক্ষণিক বিরতি নিই বা লেখায় একটা যতি চিহ্ন বসিয়ে দিই। সবটাই একটা নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলে। যেহেতু আমাদের কাছে দুটি আদর্শ আছে একটি সংস্কৃত ও অন্যটি পাশ্চাত্ত্য (সেটা লাতিন বা ইংরাজি হতে পারে) তাই আমরা কোনটিকে গ্রহণ করবো? কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা এই দুটি পৃথক আদর্শের দ্বারাই কমবেশি প্রভাবিত হয়েছি। যদিও এটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যের ব্যাকরণ ভাবনা প্রথাগত ভাবনাচিন্তা ছাড়িয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এরপর যার কথা বলতেই হয় তিনি নোয়াম চমস্কি, বিশ শতকের ব্যাকরণ ভাবনা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে অনেকগুলি তত্ত্ব তিনি আমাদের সামনে হাজির করেছেন। যে ভাষা আমাদের কাজের ভাষা (সেটা মাতৃভাষাও হতে পারে, কিছুক্ষেত্রে যখন কোনো ভাষা কাজের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না তখন সেই ভাষায় আমাদের বাক্য সঞ্জননের দক্ষতা কমে যায়) সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ দিয়ে যত ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা বাক্য রচনা করতে পারি। উদ্দেশ্য- বিধেয় ভিত্তিক বাক্য বর্ণনা এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণে 'যত ইচ্ছা' বাক্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয় বলেই এল সঞ্জননী তত্ত্ব। এই আলোচনায় চমস্কির মাত্র কয়েকটি তত্ত্ব, বিশেষ করে সঞ্জননী তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে যেগুলি দিয়ে একটু অন্যভাবে বাংলা বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

উদ্দেশ্য, বিধেয়, বাক্যের অব্যবহিত উপাদান, বৈপরীত্য ও প্রতিকল্পন, চমস্কি, ফ্রেজ স্ট্রাকচার রুল, এক্স বার, থীটা রোল

ভূমিকা

পাণিনি[১] ও তাঁর অনুসারী বৈয়াকরণেরা শব্দ-রূপতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন, পদনির্মিতি যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা বলেছেন (সুপতিঙন্তম্‌পদম্‌) সুপ্‌ ও তিঙ্‌এই বিভক্তিগুলির সমন্বয়ে পদ নির্মিত হয়। প্রাতিপদিক ও ধাতুর পর এই বিভক্তিগুলি জরুরি হয়ে পড়ে তখনই, যখন বাক্য নির্মাণের প্রসঙ্গ আসে। অর্থাৎ পদনির্মিতির সূত্রাবলী সেই অর্থে বাক্যের বিষয়ও বটে। তাই বলা যেতে পারে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকেরা পদবাদী হলেও বাক্যের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে স্ফোটবাদী বৈয়াকরণেরা বাক্যবাদী, তাঁরা পদান্তরের সঙ্গে একটি পদের সম্পর্কের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বাক্য কী? এর সংজ্ঞা কী হবে? এই নিয়ে নানা মতামত পাওয়া যায়। সব থেকে যে সংজ্ঞাটি প্রচলিত তা বিশ্বনাথ কবিরাজের, তিনি বলেছেন- 'বাক্যংস্যাদযোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়'। অর্থাৎ বাক্যে যোগ্যতা[২] (অর্থগতভাবে সুসঙ্গত বিন্যাস), আকাঙ্ক্ষা[৩] (সহাবস্থানযোগ্য শব্দের ব্যবহার) ও আসত্তি (শব্দসমূহের পারস্পরিক নির্ভরতা) থাকবে। ইংরাজি ভাষায় বাক্যের অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যেমন- ফকনার[৪] বলেছেন- 'বাক্য হচ্ছে শব্দসমবায়, যা এক বা একাধিক বোধের সমবায়ে গঠিত, যা অন্তত একটি পূর্ণভাব জ্ঞাপন করে'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৩: ৩৬২) 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন– 'যে পদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণ-রূপে প্রকটিত হয়, সেই পদ- বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য বলে'। সঞ্জননী ব্যাকরণে বাক্যের আলোচনায় ভাষার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়।

সঞ্জননী তত্ত্বের ধারণাটিকে যিনি ভাষাবিজ্ঞানের জগতে পরিচয় করালেন, তিনি নোয়াম অ্যাব্রাম চমস্কি (Noam Avram Chomsky)। চমস্কি নির্দেশিত অন্বয়ের কাঠামো বুঝে নেওয়ার আগে প্রথাগত ও সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্বের সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বে বাক্যের দুই ধরনের উপাদানের কথা বলা হয়, তা হল উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যেমন-'শ্যামল ফুটবল খেলছে' (১)। এই বাক্যে 'শ্যামল' উদ্দেশ্য[৫] 'ফুটবল খেলছে' হল বিধেয়। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যকে দুইভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এক গঠনগত শ্রেণি, যেখানে কতগুলি উপবাক্য আছে ও তার বিন্যাস বিচার্য হয়, এই দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার সরল বাক্য জটিলবাক্য ও যৌগিকবাক্য। দুই অর্থগত শ্রেণি। অর্থ অনুসারে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, সেগুলি হল- নির্দেশ-সূচক বাক্য, প্রশ্নবাচক বাক্য, ইচ্ছাসূচক বাক্য, আজ্ঞাসূচক বাক্য, কার্যকারণাত্মক বাক্য, সন্দেহদ্যোতক বাক্য ও বিস্ময়াদিবোধক বাক্য। সরলবাক্যে এক বা একাধিক উদ্দেশ্যপদ থাকলেও বিধেয়পদ একটিই থাকে। যেমন– 'সীতা, কমল, বিমল ও তার বন্ধুরা আজ সিনেমা দেখতে যাবে'(২), এই বাক্যে উদ্দেশ্যপদ একাধিক[৬] হলেও বিধেয়পদ একটি। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে[৭] সরলবাক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে– "এই যুক্তিতে সেই বাক্যকেই সরলবাক্য বলতে হবে যার মধ্যে অসমাপিকান্তক কোনো বাক্য নেই এবং যার সমাপিকাটি একটি অখণ্ড ক্রিয়ারূপে অনুভূত"। তাছাড়া সরলবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়-র প্রসারক ও বিধেয়-র সম্পূরকও থাকতে পারে। জটিলবাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকে। যেমন- 'যে প্রচুর পরিশ্রম করে সে খুব বেশি সফল হয়'(৩)। এখানে 'সে খুব বেশি সফল হয়' হল প্রধান খণ্ডবাক্য এবং 'যে প্রচুর পরিশ্রম করে' হল অপ্রধান খণ্ডবাক্য। যৌগিকবাক্যে এক বা একাধিক প্রধান খণ্ডবাক্য অব্যয় সহযোগে যুক্ত হয়। যেমন- 'আমি বেশ ভালোই আছি আর খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি'[৮] (৪)। এই বাক্যে দুটি প্রধান খণ্ডবাক্য 'আর'-এই অব্যয়টি দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্যের চেহারা নিয়েছে। এই রকম

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের একটি বাক্য যেমন– 'আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না' (৫)। এটিও একটি যৌগিক বাক্য।

ব্লুমফিল্ড, হ্যারিস, ফ্রিজ, গ্লিসন, হকেট প্রমুখেরা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান রূপমূলকে নিম্নতম ভাষা বস্তুরূপে গ্রহণ করে 'বৈপরীত্য'(contrast) ও 'প্রতিকল্পন'(substitution)-এর সাহায্যে বাক্যের বর্ণনা করা হয়[৯]। তাঁরা মূলত বাক্যের অর্থকে অস্বীকার করে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাক্যের সংগঠনকে বা রৌপ বর্ণনাকে। সংগঠনবাদীরা মূলত এই ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন-

১। রূপমূল ও পদসমূহের বণ্টন[১০]
২। অব্যবহিত উপাদানের বণ্টন

হ্যারিস রূপমূল ও রূপমূল পরম্পরার-র বণ্টনের মাধ্যমে বাক্য বর্ণনা করেছেন এবং ফ্রিজ পদসমূহের বণ্টনের মাধ্যমে বাক্যের বর্ণনা করেছেন। প্রতিকল্পন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রূপমূল শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়। যেমন- 'একটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে'(৬)। এই বাক্যে ঘোড়ার বদলে যদি 'ছেলে', 'বিড়াল', 'কুকুর' যাই বলা হোক না কেন বাক্যের চেহারা বদলায় না। অর্থাৎ এই শব্দগুলি একই শ্রেণিভুক্ত হবে। ফ্রিজ বলেছেন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় শব্দের নিজস্ব অর্থ ও সাংগঠনিক অর্থের সমন্বয়ে। মূলত যে সমস্ত শব্দগুলি একই পরিবেশে ব্যবহৃত হয় তাদের একধরনের গঠক শ্রেণিতে (ফর্ম ক্লাস) বিন্যস্ত করেন। তাঁর মতে এই গঠক শ্রেণি দুই প্রকার- প্রধান ও অপ্রধান। প্রধান শ্রেণিকে সংখ্যার মাধ্যমে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন যা মূলত বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ ও কালবাচক শব্দ। বাক্যে গঠনের (Construction) উপাদানগুলি (Constituent) পারস্পরিক সহাবস্থানে থাকে, এগুলিই অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent)। একটা বাক্যকে দুটি বা একাধিক অর্থপূর্ণ উপাদানে ভাগ করা যায়। উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করার জন্য ধাপে ধাপে দুটি ধারায় ভাগ করতে করতে একক উপাদানে অর্থাৎ শব্দে পৌঁছানো যায়। এবং শেষ স্তরে এসে যা পাওয়া যায় তা হল শব্দ, যাকে চরম উপাদান (Ultimate Constituent) বলা হয়। ব্লুমফিল্ড অব্যবহিত উপাদান-এর কথা প্রথমে বলেছেন যা হ্যারিস, ফ্রিজ প্রমুখেরা গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি আরো গুরুত্ব পেয়েছে চমস্কি প্রমুখ সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা। যেমন 'ওই লম্বা কালো ছেলেটা লোকটাকে মারছিল'(৭), একটি বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে এই বাক্যটির অব্যবহিত উপাদানগুলিকে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

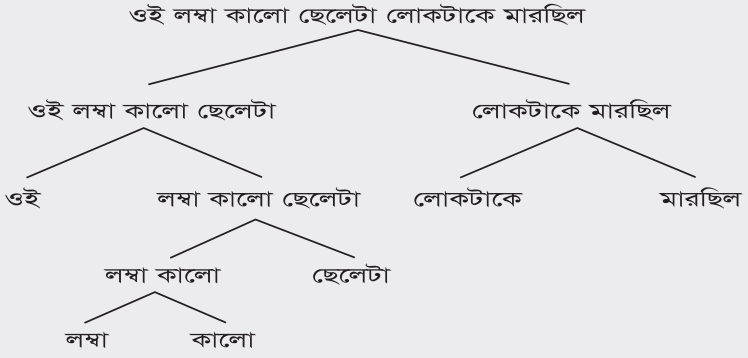

এই বৃক্ষচিত্রে প্রথম স্তরে দুটি উপাদান যেমন অব্যবহিত উপাদান তেমনি পরবর্তী স্তরে চারটি ও তার পরের দুটি উপাদানকেও অব্যবহিত উপাদান বলতে হবে সবশেষে যে বাকি থাকে সেই দুটি অর্থাৎ 'লম্বা' ও 'কালো' চরম উপাদান।

২

সাংগঠনিক ব্যাকরণ কিছু সীমিত সংখ্যক সূত্রের (Rule) সাহায্যে সীমিত সংখ্যক বাক্যের ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু ভাষার সীমাহীন সৃষ্টিশীলতা ব্যাখ্যার উপায় সেখানে নেই, সঞ্জননী তত্ত্বের সাহায্যে যা ব্যাখ্যা করা গেল। ১৯৫৭ সালে চমস্কি তাঁর 'Syntactic Structure' গ্রন্থে যে তত্ত্বটি তিনি প্রকাশ করেন তার মাধ্যমেই 'সঞ্জননী তত্ত্বের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে Aspect of the theory of Syntax', ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'Lectures on Government and Binding' এবং 'The Minimalist Program' যা ১৯৯৫ সালে প্রকাশ করেন। চমস্কির Aspect theory -কে Standard theory-বলা হয়, পরবর্তীকালে এই তত্ত্বেরই পুনর্বার সংস্কার সাধন করে তৈরি করেন Extended Standard Theory এবং এই theory-কে Revised Extended Standard theory বলা হয়।

চমস্কি সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার গ্রন্থে প্রথম Phrase Structure Rule এর কথা বলেন। অন্বয়ের স্তরে বাক্যিক উপাদানগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে সূত্রবদ্ধ হয়। সূত্রগুলি হল–

S=NP+VP
NP=Det+N
VP=V+NP(Det+N)
N (Ram, Ball, Bus etc)
Det (The)
V (Put, Hit, Play etc)

বাংলা ভাষায় Determiner-হিসাবে 'টি' প্রত্যয়টিকে বিবেচনা করা যায় কিনা ভাবা দরকার, শিশির ভট্টাচার্য(২০১৩:৯১) এগুলোকে অবধারক বলেছেন। যেমন- 'গাছটিকে কাটা হল'(৮) এখানে 'গাছটি' পদের সঙ্গেই নির্দিষ্টবাচকতা প্রকাশের জন্য 'টি' বসেছে। সেই সঙ্গে P S Grammar-এর আরো একটি উদাহরণ বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেওয়া যায়–

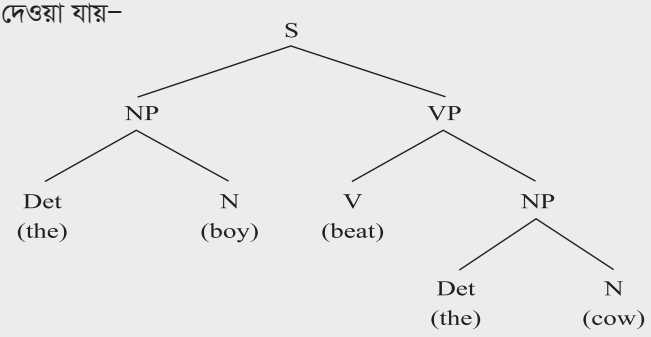

এই পদগঠনের কাঠামো পুরোপুরি তিনি তাঁর ১৯৬৫ সালে Aspect of the theory of Syntax গ্রন্থে না গ্রহণ করলেও, নিয়েছেন পদগঠনের সূত্র ও চিহ্নগুলি। এখানেই তিনি প্রথম বললেন যে বাক্য গঠনের নিয়মাবলি রক্ষিত আছে মানুষের ভাষার-অধিকার বা ভাষাক্ষমতা (competence)-র মধ্যে। কোন শব্দ কিভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হবে তা আমাদের Competence-ই বলে দেয়। আবার আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করি তখন তা হয় Performance, এক কথায় ভাষা ব্যবহারকেই Performance বলে। কোনও বাক্য ব্যাকরণগত ভাবে ত্রুটিযুক্ত কিন্তু তা আমরা বুঝতে পারি, Competence-ই তা আমাদের বুঝিয়ে দেয়। এই Competence-কে তিনি পরবর্তীকালে ও language (Internal Language) ও Performance-কে E Language (External Language) বলেছেন। তিনি সঞ্জনন প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায়ের অনুমান করেছিলেন, তিনি নাম দিয়েছিলেন Base Component, Transformational Component, Phonological Component। যাকে পবিত্র সরকার যথাক্রমে ভিতঘর, সংবর্তনঘর ও ধ্বনিসংস্থানঘর বলেছেন (২০১৩:৮৭)। একটা বাক্য সঠিকভাবে উচ্চারিত হওয়ার আগে একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয় যা বাক্যের অধোগঠন। এই অধোগঠনের স্তরের বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার আগে সংবর্তনের নিয়ম প্রযুক্ত হয় এবং তা যায় অধিগঠনের স্তরে। তার পরেও বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার উপযুক্ত হয়নি, তাই তার সঙ্গে ধ্বনি সংস্থানের নিয়মাবলি যুক্ত হয় এবং তার পরে বাক্যটি উচ্চারিত হয়। অনেক সময় বাক্যস্থ উপাদানগুলি তাদের নিজস্ব বাস্তু এলাকা পরিবর্তন করে বামদিকে বা ডানদিকে সরে যায়। যেমন-

আকাশ স্পিলবার্গের সিনেমা দেখছে (৯)
স্পিলবার্গের সিনেমা আকাশ দেখছে (১০)

শেষ বাক্যটিতে 'স্পিলবার্গের সিনেমা' তার বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বামদিকে নতুন স্থানে বসেছে। বাক্যস্থ কোনও উপাদান যখন স্থান পরিবর্তন করে তখন সে সব কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়। এটাকেই Movement বলে, বাংলায় অভিবাসন বলা হয়। এই অভিবাসন যে কোনও উপাদানের ক্ষেত্রে হতে পারে, তাই একে ধ্রুবক ধরা হয়। এক কথায় বলা হয় মুভ আলফা। সাহিত্যের ভাষায় অভিবাসনের বেশ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'(১১)

'আমি হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'(১২)

শেষ বাক্যে দেখা যায় 'হাজার বছর ধরে' তার নিজস্ব বাস্তুভিটায় অবস্থান করছে। কারণ বাংলায় ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে, এটাই নিয়ম কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ বামদিকে কর্তার আগে নিয়ে এলেন।

বাক্য সঞ্জননের নিয়মাবলি Aspect of the Theory of Syntax, GB Theory I Minimalist Programme-অনুসরণে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

এক্স বার কাঠামো

সঞ্জননী বাক্যতত্ত্বে X″ দ্বারা বাক্যের গঠন বর্ণনা করা হয়। গাছের যেমন শাখা প্রশাখা হয় তেমনি X″ বৃক্ষের মতোই নানা শাখা প্রশাখার সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- A থেকে B ও C এর উৎপত্তি হলে B ও C-র ওপর

কর্তৃত্ব করছে A। আবার যদি C থেকে D ও E-র উৎপত্তি হয় তাহলে D ও E-র ওপর কর্তৃত্ব করবে C। তাহলে বৃক্ষচিত্রটি এরকম হবে–

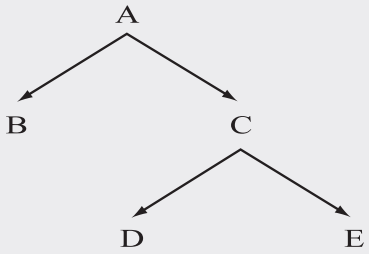

এরকম ভাবে X″ কাঠামোতে X″ , X′ ও X° -এই তিনটি স্তরের কল্পনা করা হয়। যেখানে X″ কর্তৃত্ব করছে X′-এর ওপর এবং X′ কর্তৃত্ব করছে X° -এর ওপর। কাঠামোটি দেখে নেওয়া যেতে পারে–

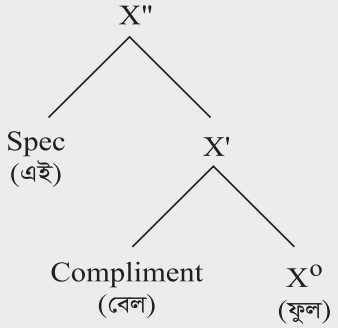

উক্ত বৃক্ষচিত্রটি একটি ঘচ। Noun-এর বামদিকে Compliment যুক্ত হয়ে X। গঠিত হয়েছে। আবার X।-এর বামপাশে Specifier বা নির্ধারক যুক্ত হয়ে X।। বা XP গঠিত হয়েছে। উক্ত বৃক্ষচিত্রের শির হল 'ফুল'। 'ফুল' পদটিই এখানে মূল পদ। যেহেতু 'ফুল' একটি Noun তাই এটি Noun phrase। Modifier কোনো বর্গ বা Phrase-এর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নয়, বাক্যের প্রসারতা দান করাই এর উদ্দেশ্য। Phrase এ Modifier যুক্ত হলে বৃক্ষচিত্রটি যে রূপ নেয় তা নিম্নরূপ–

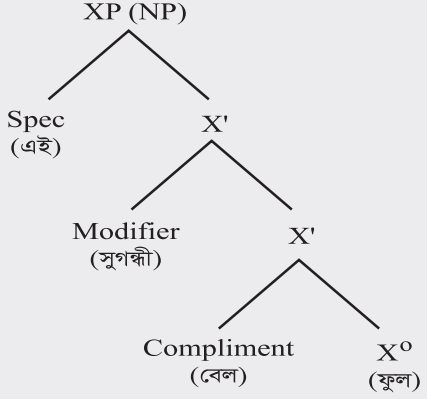

এই চিত্রে শির (head) হল 'ফুল'। এটি একটি Noun Phrase। এখানে modifier হল 'সুগন্ধী'। কিন্তু 'সুগন্ধী'-র স্থানে যদি Noun বা Noun Phrase ব্যবহার করতে হয় তাহলে বাংলার ক্ষেত্রে '-র' বিভক্তি নিয়ে আসতে হবে। যেমন–

এই বাগানের গাছের বেল ফুল

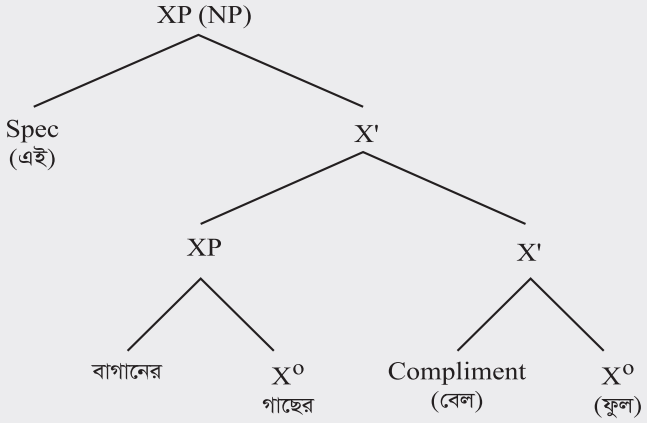

এরকম একটি Verb Phrase-এরও উল্লেখ করা যায়–

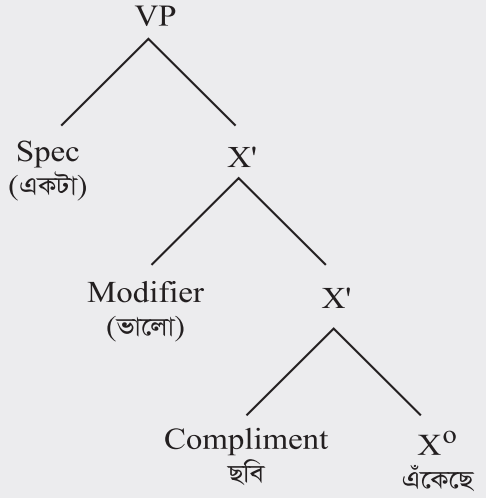

প্রতিটি ক্রিয়া কতগুলি Compliment নেবে, তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, এই বৃক্ষচিত্রের 'এঁকেছে' ক্রিয়া পদটি একটি Compliment নিচ্ছে। অর্থাৎ compliment-গুলির কিছু Projection principle আছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন- দেওয়া, নেওয়া ইত্যাদি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি Compliment অনিবার্যভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কাউকে কিছু দেওয়া বা কারো থেকে কিছু নেওয়া বোঝাতে দুটি Compliment ব্যবহৃত হয়।

সঞ্জননী বাক্যতত্ত্বে Case(কারক) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Noun বা নামপদের কারক থাকবেই না হলে তা নামপদই নয়। যদি কারক না থাকে তাহলে পদ Case filter বা কারক ছাঁকুনি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সঞ্জননী ব্যাকরণে Case filter একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চমস্কি[১১] বলেছেন–

'NP if NP has Phonetic content and has no Case'

এ প্রসঙ্গে শিশির ভট্টাচার্য[১২] আরো বলেছেন যে কারক যদি ধ্বনিস্তরের ব্যাপার হয়, তাহলে কারক ও বিভক্তি সমার্থক। সেইজন্য ধরে নেওয়া যায় চমস্কির কারক ও পাশ্চাত্য কারক আলাদা নয়।

θ Role

θ role বাক্যের অগভীর স্তরে সম্পন্ন হয়। মূলত বাক্যের অন্তর্গত নামপদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল θ role। নোয়াম চমস্কির মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি Argument-এর একটি θ role থাকে আর এর দ্বারা একটিই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। θ role বাংলা কারকের কিছু সমস্যা মেটানো যায়, যেমন–

রাম স্কুলে আছে (১৩)

রাম স্কুলে যাচ্ছে (১৪)

১৩ ও ১৪ নম্বর বাক্য দুটির মধ্যে কিছু অর্থগত পার্থক্য আছে। θ role অনুযায়ী ১৩ নম্বর বাক্যের 'স্কুলে' পদটিকে Location বলা হয়। ১৪ নম্বর বাক্যের 'স্কুলে' পদটিকে Goal বলা হয়। একই রকম ভাবে Subject কখনো Agent হয় কখনো আবার Experiencer হয়। যেমন–

রহিম বই পড়ছে (১৫)

রহিমের চা ভালো লাগে (১৬)

১৫ নম্বর বাক্যের 'পড়া' কাজটি 'রহিম' করছে, তাই রহিম Agent। অন্যদিকে ভালোলাগা ক্রিয়াপদটির কর্তা 'রহিম' হলেও কাজটির ওপর কর্তার নিয়ন্ত্রণ কম, তাই পদটি Experiencer। কয়েকটি বাংলা কারকের সঙ্গে θ Role মিলে যায়। যেমন–

Source- অপাদান কারক

Goal- অধিকরণ কারক

Instrument-করণ কারক

Location-অধিকরণ কারক

এই দিক থেকে θ Role-এর সঙ্গে কারকের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শিশির ভট্টাচার্য[১৩] বলেছেন–

'কবিগুরুর আশীর্বাদ ফলিয়া গিয়াছে! সহস্র সঙ্ না হউক কর্মকারকের গর্ভ হইতে Goal, Patient, Percept, Benefactive এই চারিটি এবং কর্তৃকারকের গর্ভ হইতে Agent, Experiencer এই দুইটি সঙ জন্ম গ্রহণ করিয়া বেশ কিছুকাল যাবৎ θ ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে।'

মোট ১১টি θ Role পাওয়া যায়, সেগুলি হল–

Agent
বিকাশ ফুটবল খেলে (১৭)
আমি ভাত খাই (১৮)

Experiencer
আমার চা ভালো লাগে (১৯)
সীতার রমাকে ভালো লাগে (২০)

Patient
শিক্ষক **ছাত্রকে** বকলেন (২১)
মা **ছেলেকে** দুধ খাওয়াচ্ছে (২২)

Recipient
রাম **রহিমকে** টাকা দিলেন (২৩)
মা **আমায়** চিঠি লিখেছে (২৪)

Theme
গরু **ঘাস** খায় (২৫)
তুমি **জল** আন (২৬)

Instrument
পুলিশ **লাঠি দিয়ে** চোরটাকে মারল (২৭)
শ্যামলী **চামচ দিয়ে** ভাত খায় (২৮)

Benefactive
মা **দিদির জন্য** শাড়ি কিনেছে (২৯)
শ্যামল **টাকার জন্য** চাকরি নিয়েছে (৩০)

Source
গাছ থেকে ফল পড়ে (৩১)
অপরাধী **জেল থেকে** ছাড়া পেল (৩২)

Location
কমল **বাড়িতে** আছে (৩৩)
আকাশে ঘুড়ি ওড়ে (৩৪)

Goal
কমল **কলকাতা** যাচ্ছে (৩৫)
আমি **বাড়ি** যাচ্ছি (৩৬)

Percept
কমলা **ভূতে** ভয় পায় (৩৭)
আমি **বজ্রপাতে** ভয় পাই (৩৮)

চমস্কি ও চমস্কি পূর্ববর্তী অন্বয়তত্ত্বের কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করে তার নিরিখে বাংলা বাক্যের গঠন পর্যালোচনা করা হল। প্রথমে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ তার পরে সাংগঠনিক ব্যাকরণ এবং শেষ পর্যন্ত সঞ্জননী ব্যাকরণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অন্বয়তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। চমস্কির তত্ত্বগুলির ভিত্তি কিন্তু ব্যাকরণসম্মত গ্রহণযোগ্য বাক্য। যে কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তা কতটা প্রাসঙ্গিক তার ওপর। নোয়াম চমস্কির অন্বয়তত্ত্ব বিষয়ে এখন পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে। বলাবাহুল্য তাঁর তত্ত্ব বিশ ও একুশ শতকের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই আলোচনা আরও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন আছে।

তথ্যসূত্র

১. সঞ্জননী তত্ত্বের আলোচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের (যদিও এই বিষয়টি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে) প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক, কারণ চমস্কি (১৯৬৫:ঠ) মনে করেছেন-"Panini's grammar can be interpreted as a fragment of such a "generative grammar," in essentially the contemporary sense of this term."

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Compatibility' বা 'Propriety' অর্থে 'যোগ্যতা'কে বুঝিয়েছেন অন্যদিকে হুমায়ুন আজাদ 'Selectional Restriction' অর্থে গ্রহণ করেছেন। যদিও দুটি অর্থের মধ্যে কোনও সংঘাত নেই (চট্টোপাধ্যায় ২০০৩: ৩৬৩) (আজাদ ২০১০:২২)

৩. হুমায়ুন আজাদ আকাঙ্ক্ষার অর্থ বলতে বুঝিয়েছেন Co-occurrence Restriction'-কে, আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন আকাঙ্ক্ষার অর্থ 'Expectancy' (চট্টোপাধ্যায় ২০০৩: ৩৬৩) (আজাদ ২০১০:২২)

৪. (দ্রঃ আজাদ ২০১০: ২৪

৫. 'উদ্দেশ্য' আসলে ইংরাজির 'সাবজেক্ট' তা সংস্কৃতের 'কর্তা' নয়, সংস্কৃতের কর্তা আর ইংরাজির সাবজেক্ট অনেকসময়ই আলাদা হতে পারে।

৬. এই উদ্দেশ্যটিকে compound subject হিসাবে ধরা যেতে পারে।

৭. ইসলাম ও সরকার (সম্পা)২০১২:৩৪৮

৮. ইসলাম ও সরকার (সম্পা)(২০১২:৩৮৩)

৯. দ্রঃ আজাদ (২০১০:১০৯)

১০. আজাদ (২০১০:১১০) এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'বণ্টনিক বাক্যবর্ণনা কৌশল'

১১. Chomsky (১৯৮৮:৪৯

১২. ভট্টাচার্য (১৯৯৮: ১১৩)

১৩. ভট্টাচার্য (১৯৯৮: ১১৫)

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ২০১০, *'বাক্যতত্ত্ব'* , ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা), ২০১১, *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা), ২০১১, *বাঙলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

ইসলাম, রফিকুল ও সরকার, পবিত্র (সম্পা),২০১২, *'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা: বাংলা একাডেমী

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ২০১২, *'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন'*, কলকাতা: দেজ

ঐ , ২০১৬, *'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ'*, কলকাতা: দেজ

ঐ ও চক্রবর্তী, নীলিমা, ২০১৬, *'ভাষাবিজ্ঞান'*, কলকাতা: দেজ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০০৩, *'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'*, দিল্লী: রূপা

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, ২০১৩, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

দাশগুপ্ত, প্রবাল, ২০১২, *'ভাষার বিন্দুবিসর্গ'*, কলকাতা: গাঙচিল

দাক্ষী, অলিভা, ২০০৩, *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

দাস, করুণাসিন্ধু, ২০১২, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, কলকাতা : সদেশ

বেগম, রাশিদা, ১৯৯৯, *বাংলা অনুসর্গের গঠন-প্রকৃতি ও বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

ভট্টাচার্য, শিশির, ২০১৩, *'অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ'*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

ঐ , ১৯৯৮, *সঞ্জননী ব্যাকরণ'* , ঢাকা: চারু

মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব, ২০১২, *'স্কিনার চমস্কি ভাষাবিজ্ঞান'*, কলকাতা: পাবলভ

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, ২০০৭, *'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব'*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ

শ, রামেশ্বর, ১৪০৩, *'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ২০০৮, *'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

সরকার, পবিত্র, ২০০৬, *'বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ'*, কলকাতা: দেজ

ঐ , ২০১৩, *'চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান'*, কলকাতা: পুনশ্চ

ঐ , ২০১১, *'পকেট বাংলা ব্যাকরণ'*, ঢাকা: পাঞ্জেরী

Chomsky, Noam, 1957, *Syntactic Structures,* Berlin: Mouton de Gruyter

Chomsky, Noam, 1965, *Aspects of the Theory of Syntax,* Massachusetts:MIT Press

Chomsky, Noam, 1988, *Lactures on Government and Binding,* Holland: Foris Publications

Carnie, Andrew, 2007, *Syntax: A Generative Introduction,* UK: Wiley Blackwell

Valin Jr, Robert D Van, 2001, *An Introduction to Syntax,*UK: Cambridge

Thakur, D, 2011, *Linguistics Simplified Syntax,* New Delhi: Bharati Bhawan

Verma, S.K & Krisnaswami, N, 2010, *Modern Linguistics: An Introduction,* Oxford: New Delhi